দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 18/5/82 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

031

# কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষা

মাহফুজা খাতুন

রাজধানী ঢাকা শহরের প্রতিটি পাড়ায়, রাস্তায়, অলি-গলিতে বর্ষাকালের ব্যাঙের ছাতার মতন যেমন কিন্ডারগার্টেন স্কুল গজিয়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি দেশের অন্যান্য জেলা-মহকুমা শহরগুলোতেও কিন্ডারগার্টেন স্কুল খুলতে দেখা যাচ্ছে।

আমরা জানি, দেশে প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী স্কুলের সংখ্যা খুব নগণ্য। তাই দেখা যেতো শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি করে বেসরকারী স্কুল খোলা হতো। সেসব স্কুলের পড়াশুনা সরকারী স্কুলের মতনই একই সিলেবাস ও পাঠ্যবই অনুযায়ী হতো। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বেসরকারী স্কুল যা কিনা অধুনা কিন্ডারগার্টেন নামে চালু হচ্ছে তা ঠিক ব্যবসায়িকভাবেই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এসব স্কুলের অধিকাংশের নাম হচ্ছে ইংরেজী। নাম দিয়ে ওরা মনে হয় বোঝাতে চায় এখানে পড়াশুনা ইংরেজীতে করানো হয়।

এসব কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলিতে ভর্তির সময় একগাদা টাকা নেয়। কোথাও তিন শ থেকে পাঁচ শ পর্যন্ত। মাসিক বেতন কোথাও পঞ্চাশ, আবার কোথাও ষাট-নব্বই। ওখানে স্কুলের নির্ধারিত দোকান থেকে খাতা বই কিনতে কেবল ক্লাশেই খরচ হয় এক শর ঊর্ধ্বে।

পড়াশুনার বেলায় আজকাল মনে হয় নতুন পদ্ধতি চালু হয়েছে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর একটা করে নোট-বই থাকে, তাতে একগাদা বাড়ির কাজ দেয়া হয়। কখনও লেখা থাকে বাড়ি থেকে শিখে আসবে। এছাড়া সাপ্তাহিক বা মাসিক পরীক্ষা তো আছেই।

আজকের মায়েরা যখন শিশু ছিলেন এবং শিশু ক্লাশে পড়াশুনা করেন তখন শুধু মাতৃভাষার অক্ষরজ্ঞান ও সংখ্যা শিখেছেন। কিন্তু এখনকার শিশুরা মাতৃভাষায় অক্ষর শেখা ছাড়াও বড় ও ছোট হাতের ইংরেজী অক্ষর শেখে এবং ইংরেজী সংখ্যাও একশত পর্যন্ত শেখে। প্রথম শ্রেণীতেই তাকে একাধিক বিদেশী ইংরেজী পাঠ্য বই পড়তে শিখতে হয়। ম্যাট্রিক ক্লাশের মত তার প্রশ্নোত্তর শিখতে হয়, এই সাথে ইংরেজী রচনা শেখাও শুরু হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজী গ্রামার শেখানো হয়। এক কথায় বলতে হয়, শত শত ইংরেজী শব্দের বানান, অর্থ, ও বাক্য রচনাও শিখতে হয়। এরপর ষোল-বিশ লাইনের কবিতাও মুখস্থ শিখতে হয়। কোন কোন স্কুলে ইংরেজী ও বাংলা উভয় মাধ্যমে নামতা ও অংক পর্যন্ত শেখান হয়।

সুতরাং দেখা যায় অধিকাংশ শিশুই না শেখে ইংরেজী না শেখে ভালো বাংলা। শিশুকাল থেকে তাদের এতো বেশী ইংরেজী পড়ানোর কোন দরকার আছে কি?

পাশাপাশি সরকারী স্কুলগুলোতে কিন্তু এ্যাতো বেশী ইংরেজী পড়ানো হয় না। তারপর শিশুদের লেখার উপর বেশী চাপ দেয়া হয়। সুর করে সংখ্যা শেখা, অক্ষর শেখা, নামতা শেখা, রিডিং পড়া, আবৃত্তি করান হয় না।

শিক্ষকদের নিয়েও প্রচুর অভিযোগ শোনা যাচ্ছে।

কোন কোন স্কুলে নার্সারী ক্লাশেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের নিয়োগ করা হয়।

আবার অনেক স্কুলে লেখাপড়ার পাট চুকে যাবার পর দশ বছর গৃহিণীপনায় অভিজ্ঞ মহিলাকে শিক্ষয়িত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হয়। অথচ এটা মনে রাখা উচিত যে শিশু ক্লাশগুলোতে অভিজ্ঞ, ধৈর্যশীল ও শিশুদের মত আন্তরিক মহিলাদের নিয়োগ করা দরকার। শিশুদের ধমক, স্কেল দিয়ে পিটুনী, চীৎকার ও ভয় দেখিয়ে পড়ালে কোন ফল লাভ হবে না। বরং শিশুর মন ও মানসিকতাকে দুর্বল করে দেয়া হয়।

আজকাল কোন কোন স্কুলে আবার দুই শিফট করে ক্লাশ হয়। দেখা যায় কোন কোন স্কুলে শিশুদের ক্লাশ হয় বেলা একটা থেকে চারটে, আবার কোথাও বেলা এগারটা থেকে আড়াইটে পর্যন্ত। এ সময়টা কি শিশুদের ক্লাশ করানো তাদের মন ও শরীরের জন্য উপযোগী?

আমরা মনে করি স্কুল হবে শিশুর জন্য আকর্ষণীয় স্থান। যেখানে শুধু একগাদা পাঠ্যবই, মুখস্থবিদ্যা, শাস্তি প্রভৃতির মধ্যে তার মন আবদ্ধ থাকবে না। তার লেখা ও পড়ার বিষয় হবে সরল, সহজ, বাস্তব ও জীবনবোধ সম্পন্ন। তার প্রাথমিক জ্ঞানলাভে অভিজ্ঞতা তাকে যেন সারাজীবন পথ দেখায়। আর এ কারণেই স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষয়িত্রীদের হতে হবে দায়িত্বশীল; হতে হবে শিশুর প্রকৃত বন্ধু।